ঈশ্বরের রাজ্য

"তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক,
যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক" *মথি ৬:১০*

বাইবেল বেসিকস্ঃ লিফলেট ৫

প্রকৃত খ্রীষ্টিয় প্রত্যাশার মূল বিষয়টি হচ্ছে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রভুর প্রার্থনা এই প্রত্যাশাটি তুলে ধরে এভাবে–

- "তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক" (মথি ৬:১০)

যীশু খ্রীষ্ট আবার এ জগতে ফিরে আসার পর, এই "জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন" (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫)। এ সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আকাংক্ষা প্রকাশ্যে ও সম্পূর্ণভাবে এই পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হবে।

পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য

'ঈশ্বরের রাজ্য' শব্দটির সাথে 'স্বর্গ রাজ্য' কথাটির পারস্পরিক মিল রয়েছে (মথি ১৩:১১ এবং মার্ক ৪:১১ একত্রে পরীক্ষা করুন)। বাইবেল কখনই **স্বর্গে** পৃথক কোন রাজ্যের কথা বলে না; এই স্বর্গ রাজ্য আসলে **"স্বর্গের রাজ্য"**, যা যীশু এই জগতে ফিরে আসার পর পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠিত হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন এখন স্বর্গে স্বর্গদূতদের দ্বারা পূর্ণ হয় ঠিক (গীতসংহিতা ১০৩:১৯-২১) তেমনি ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানেও তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে ফিরে আসার পর ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করারই হবে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের এই জীবনের সব কাজ বা চেষ্টার পুরস্কার সরুপ চূরান্ত ফলাফল (মথি ২৫:৩৪; প্রেরিত ১৪:২২)। যে কারণে এ বিষয়ে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা আবশ্যক। কারণ ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত মতবাদ সুসমাচারের একেবারে কেন্দ্রিয় বিষয় (প্রেরিত ৮:১২; ১৯:৮; ২৮:২৩,৩১)।

"...অনেক ক্লেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে" (প্রেরিত ১৪:২২)। আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আশার আলো প্রজ্বলন করা হয়েছে এবং এ কারণেই বর্তমান খ্রীষ্টিয় জীবনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে বা এগুলি থাকতে পারে।

ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের ভাববাণী

দানিয়েল ২ অধ্যায়টি পুরাতন নিয়মের অন্যান্য অংশের অন্যতম একটি সেখানে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। বাবিল– এর রাজা নবুখদনিৎসর জগতের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। রাজার সামনে বিশাল এক মুর্তির দর্শন দেখানো হয়েছিল, সেটি দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরী। দানিয়েল দর্শনটি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, স্বর্ণময় মাথার অংশটি বাবিল রাজ্যের প্রতীক (দানিয়েল ২:৩৮)। বাবিল রাজা নবুখদ্‌নিৎসরের সময় পরে বেশ কয়েকজন বড় সম্রাট তার উত্তরাধিকার হিসাবে আসবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না এই এলাকায় ইস্রায়েল জাতির উত্থান না হয় এবং বাবিল রাজ্যের শেষ পর্যায়ে (মুর্ত্তির নীচের দিকে) যখন মুর্তিটির "চরণের অঙ্গুলি সকল যেরূপ কিছু

লৌহময় ও কিছু মৃন্ময় ছিল, তদ্রূপ রাজ্যের একাংশ দৃঢ় ও একাংশ ভঙ্গুর হইবে" (দানিয়েল ২:৪২)। এখানে মূলত সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতার ভারসাম্যের কথা বলা হয়েছে যাদের কয়েকটি দুর্বল ও কয়েকটি শক্তিশালী।

তারপর দানিয়েল তার দর্শনে দেখলেন, ছোট একটা শক্তিশালী পাথর মুর্তিটির পায়ে আঘাত ও তাকে ধ্বংস করল। সেই ছোট পাথরটা ক্রমশ বড় হতে হতে প্রকান্ড এক মহাপর্বত হয়ে এক সময় সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করল (দানিয়েল ২:৩৪ , ৩৫)। এই ছোট পাথর দিয়ে যীশুকে বোঝানো হয়েছে (মথি ২১:৪২; প্রেরিত ৪:১১; ইফিষীয় ২:২০; ১ম পিতর ২:৪ -৮)। যে মহান পর্বতটি সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করবে, সেটি অনন্তকাল স্থায়ী ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক, যা খ্রীষ্ট ফিরে আসবার পর প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক। আর এভাবেই ঈশ্বরের রাজ্য স্বর্গে নয়, কিন্তু এই পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

- "আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না; তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে" (দানিয়েল ২:৪৪)।

খ্রীষ্টই রাজা

খ্রীষ্টই হবেন রাজা এবং তাঁর ব্যক্তিগতভাবে পৃথিবীতে ফিরে আসার সময়টি হবে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা। সমগ্র পৃথিবীর উপরে তিনিই হবেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

- "তিনি মহান হইবেন ...যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না" (লূক ১:৩২-৩৩)।
- "...জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন" (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫)।
- "তিনি [খ্রীষ্ট] এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্যন্ত, ঐ নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত কর্তৃত্ব করিবেন" (গীতসংহিতা ৭২:৮)।

শাসন সহভাগী

খ্রীষ্ট তার অনুসারীদের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের শাসন ভার সহভাগী করবেন।

- "এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে তাহাদিগকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছ; আর তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবে" (প্রকাশিত বাক্য ৫:১০)।
- "দেখ, এক রাজা [যীশু] ধার্মিকতায় রাজত্ব করিবেন, ও শাসনকর্তৃগণ [বিশ্বাসীগণ] ন্যায়ে শাসন করিবেন" (যিশাইয় ৩২:১; লূক ১৯:১৭; ২য় তীমথিয় ২:১২)।

ঈশ্বরের রাজ্যের রাজধানী

ভবিষ্যত ঈশ্বরের রাজ্যের রাজধানী যিরূশালেম থেকেই খ্রীষ্ট রাজত্ব শুরু করবেন। সমগ্র পৃথিবী থেকে তার রাজত্বের প্রশংসা করবে সকল মানুষ (মালাখী ১:১১)। যিরূশালেম হবে সমগ্র পৃথিবীর লোকদের উপাসনার কেন্দ্রস্থল (যিহিষ্কেল ৪০-৪৮ অধ্যায়)। "আর যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আগত সমস্ত জাতির মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা বৎসর বৎসর বাহিনীগণের সদাপ্রভু রাজার নিকটে প্রণিপাত করিতে ও কুটীরোৎসব পালন করিতে আসিবে" (সখরিয় ১৪:১৬)। যিশাইয় ২:২ ,৩ পদেও বলা হয়েছে যে, বৎসর বৎসর তীর্থযাত্রীরা যিরূশালেমে উপাসনা করতে আসবেন –

- "শেষকালে এইরূপ ঘটিবে; সদাপ্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতগণের মস্তকরূপে স্থাপিত হইবে, ...এবং সমস্ত জাতি তাহার দিকে স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইবে। আর অনেক দেশের লোক যাইবে, বলিবে, চল, আমরা সদাপ্রভুর পর্বতে, যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে গিয়া উঠি; তিনি আমাদিগকে আপন পথের বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, আর আমরা তাঁহার মার্গে গমন করিব, কারণ সিয়োন হইতে ব্যবস্থা ও যিরূশালেম হইতে সদাপ্রভুর বাক্য নির্গত হইবে"।

ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে শিক্ষা পাবার জন্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের সৃষ্টি হবে। এই আকাংক্ষায় সকলে এতটাই অনুপ্রাণিত হবে যে, সারা পৃথিবী থেকে লোকেরা যিরূশালেমে যাবে ঈশ্বরের সম্পর্কে আরও বেশি বেশি জ্ঞান লাভ করার জন্য।

একটি মাত্র সার্বজনীন আইন ব্যবস্থা

মানুষের দ্বারা তৈরী ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্ত আইন ব্যবস্থা থাকলেও একটি মাত্র আইন ব্যবস্থা সার্বজনীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে – যেটি "একক আইন, ও সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা গঠিত" হবে, যা যিরূশালেম থেকে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঘোষণা করা হবে। "সমস্ত জাতি এ দ্বারা পরিচালিত বা প্রভাবিত হবে" – তারা এগুলি শিক্ষা লাভ করবে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে স্বভাবজাত যে বিরোধপূর্ণ অবস্থা আছে সেগুলি ঈশ্বরের আসল জ্ঞানের শিক্ষায় দূরীভূত হবে। যারা প্রেম-ভালোবাসা, দয়া-মায়া, ন্যায্যতার মত ঈশ্বরীয় ভালো গুণগুলি চর্চ্চা করবে তাদেরকে সবাই সম্মান করবে। অন্যদিকে যারা আজকের জগতের মত গর্ব-অহংকার ও লোভ - স্বার্থপরতা চর্চ্চা করবে তারা বড় বিরোধীতার সম্মুখীন হবে।

- "তাঁহার সময়ে ধার্মিক লোক প্রফুল-হইবে, চন্দ্রের স্থিতিকাল পর্যন্ত প্রচুর শান্তি হইবে" (গীতসংহিতা ৭২:৭)।

কৃষি ও পরিবেশগত পরিবর্তন

খ্রীষ্টের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও সমস্যা নিষ্পত্তির বিচার কার্য্যে তাঁর সম্পূর্ণ ন্যায্যতার ফলশ্রুতিতে সমস্ত জাতি স্বেচ্ছায় তাদের সামরিক অস্ত্র সরঞ্জাম দিয়ে কৃষির যন্ত্রপাতি তৈরী করবে :

- "তিনি জাতিগণের মধ্যে বিচার করিবেন...আর তাহারা আপন আপন খড়্গ ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল গড়িবে, ও আপন আপন বর্শা ভাঙ্গিয়া কাস্তে গড়িবে; এক জাতি অন্য জাতির বিপরীতে আর খড়্গ তুলিবে না, তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না" (যিশাইয় ২:৪)।

বাইবেল বলে, বর্তমান বিশ্ব পরিবেশগত যে ভয়ঙ্কর সংকট মোকাবেলা করছে তার নাটকীয় পরিবর্তন আসবে। ঈশ্বরের রাজ্যে আমরা দেখতে পাবো সম্পূর্ণ উর্বর ও উৎপাদনশীল মৃত্তিকার পৃথিবী :

- "দেশমধ্যে পর্বত-শিখরে প্রচুর শস্য হইবে; তাহার ফল লিবানোনের ন্যায় দোলায়মান হইবে; এবং নগরবাসীরা ভূমির তৃণের ন্যায় প্রফুল-হইবে" (গীতসংহিতা ৭২:১৬)।
- "প্রান্তর ও জলশূন্য স্থান... মরুভূমি উলসিত হইবে... সে পুষ্পবাহুল্যে উৎফুল-হইবে, আর আনন্দ ও গান সহকারে উলাস করিবে; তাহাকে দত্ত হইবে লিবানোনের প্রতাপ, কর্মিলের ও শারোণের শোভা; তাহারা দেখিতে পাইবে সদাপ্রভুর প্রতাপ, আমাদের ঈশ্বরের শোভা; তাহারা দেখিতে পাইবে সদাপ্রভুর প্রতাপ, আমাদের ঈশ্বরের শোভা। ...আর মরীচিকা জলাশয় হইয়া যাইবে, ও শুষ্কভূমি জলের উনুইতে পুরিপূর্ণ হইবে" (যিশাইয় ৩৫:১-৭)।

এমন বিশাল কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে বহু মানুষ জড়িত হবে। ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত ভাববাণীতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর মানুষরা আত্মনির্ভরশীল এক সমৃদ্ধ কৃষি ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হবে :

- "...প্রত্যেকে আপন আপন দ্রাক্ষালতার ও আপন আপন ডুমুরবৃক্ষের তলে বসিবে; কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে না" (মীখা ৪:৪)।

- "আর লোকেরা গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বসতি করিবে, দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে। তাহারা গৃহ নির্মাণ করিলে অন্যে বাস করিবে না, তাহারা রোপণ করিলে অন্যে ভোগ করিবে না; ...আমার মনোনীত লোকেরা দীর্ঘকাল আপন আপন হস্তের শ্রমফল ভোগ করিবে" (যিশাইয় ৬৫:২১-২৩)

এমনকি বিভিন্ন পশু-পাখি ও জীবজন্তুর মধ্যে স্বভাবজাত দ্বন্দ-সংঘাতের অবসান হবে :

- "কেন্দুয়াব্যাঘ্র ও মেষশাবক একত্র চরিবে, সিংহ বলদের ন্যায় বিচালি খাইবে; আর ধূলিই সর্পের খাদ্য হইবে" (যিশাইয় ৬৫:২৫; ১১:৬-৮)।

জীবনের আয়ু বৃদ্ধি পাবে (যিশাইয় ৬৫:২০)। নারী সন্তান প্রসবের সময় কম ব্যাথা অনুভব করবে (যিশাইয় ৬৫:২৩)। "তৎকালে অন্ধদের চক্ষু খোলা যাইবে, আর বধিরদের কর্ণ মুক্ত হইবে। তৎকালে খঞ্জ হরিণের ন্যায় লম্ফ দিবে, ও গোঙ্গাদের জিহ্বা আনন্দগান করিবে" (যিশাইয় ৩৫:৫,৬)। এ সবই হবে আশ্চর্য্য ভাবে আবার আত্মিক দান খ্রীষ্টের অধিকারে আসার ফলে ("ভাবী যুগের নানা পরাক্রম" ইব্রীয় ৬:৫)।

ঈশ্বরের রাজ্যের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য

ঈশ্বরের রাজ্যের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের গৌরব-মহিমা প্রকাশ করা।

- "সত্যই আমি জীবন্ত, এবং সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইবে" (গণনা পুস্তক ১৪:২১; হবক্কূক ২:১৪)।

ঈশ্বরের গৌরব মহিমা প্রকাশ করার অর্থ পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলে ঈশ্বরের বাক্য স্বীকার করবে, তাঁর প্রশংসা করবে এবং তাঁর ধার্মিকতার গুণগুলি অনুসরণ করবে।

- "কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের (ঈশ্বরের রাজ্যে) অধিকারী হইবে এবং শান্তির বাহুল্যে আমোদ করিবে" (গীতসংহিতা ৩৭:১১)।

ঈশ্বরের রাজ্যে আমরা অনন্ত জীবনের অধিকারী হব কিন্তু এটা ঈশ্বরের রাজ্যের মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং মূল উদ্দেশ্য হবে ঈশ্বরের গৌরব এবং মহিমা প্রকাশ করা। এই জীবনে আমরা যে কঠিন দুঃখ-কষ্ট পেয়েছি, ঈশ্বরের রাজ্যের অসাধারণ গৌরবময় অবস্থা আমাদেরকে নিয়ে যাবে অনন্ত অসীম সময় কালের মাঝে– যা এখন আমাদের কল্পনার বাইরে!

খ্রীষ্টের ফিরে আসবার সময়কার ঘটনাবলী

১. দায়িত্বপূর্ণ মৃতেরা (যারা ঈশ্বরের পথ-সম্পর্কে জানে) জীবিত হয়ে উঠবে, এবং তাদেরকে দায়িত্বপূর্ণ জীবিতদের সাথে নেওয়া হবে বিচারের জন্য (২য় তীমথিয় ৪:১; যোহন ১২:৪৮)।

২. যারা ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে জেনেছে, কিন্তু তা গ্রহণ করেনি তাদেরকে শাস্তি হিসাবে মৃত্যুর দন্ড দেওয়া হবে এবং ধার্মিকদের অনন্ত জীবন প্রদান করা হবে। যে সব জাতি প্রভু যীশুকে প্রতিহত বা প্রতিরোধ করেছে তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া হবে (দানিয়েল ১২:২)।

৩. ধার্মিকদের সেই সব জীবিত লোকদের উপরে শাসন করবার দায়িত্ব দেওয়া হবে যারা ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। তারা ঐ সব লোকদের উপরে "রাজা ও পুরোহিত" হিসাবে সুসমাচার সম্পর্কে শিক্ষা দান করবেন (প্রকাশিত বাক্য ৫:১০)।

৪. এই অবস্থা এক হাজার বছর স্থায়ী হবে (প্রকাশিত বাক্য ২০:৬)। এই সময়কালে সমস্ত মরণশীল মানুষই সুসমাচার সম্পর্কে শুনবে এবং ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে। এ সব মরণশীল লোকেরা দীর্ঘ ও সুখী জীবন লাভ করবে।

৫. সহস্র বছর রাজত্বের শেষ প্রান্তে যীশু খ্রীষ্ট ও সাধুগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেবে, যা ঈশ্বর নিজের হাতে দমন করবেন (প্রকাশিত বাক্য ২০:৮,৯)।

৬. ঐ হাজার বছরের মধ্যে যারা মারা যাবেন রাজত্বের শেষ প্রান্তে এসে তারা সকলেই পুনরুত্থিত হয়ে উঠবে এবং বিচারিত হবে (প্রকাশিত বাক্য ২০:৫,১১-১৫ পদ)।

৭. বিচারের ফলে দুষ্ট লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং ধার্মিক লোকেরা যীশু খ্রীষ্ট ও তার সাধুদের সংগে অনন্ত জীবন লাভ করবেন (প্রকাশিত বাক্য ২১:১-৪)।

আজকে আমাদের জন্য ঈশ্বরের রাজ্যের অর্থ

ঈশ্বর রাজ্যের সদস্য হওয়াই যে কোন একজন বিশ্বাসীর সবথেকে বড় আকাংক্ষা হওয়া উচিত, যেন তিনি পার্থিব সব সুযোগ-সুবিধা ও বিষয়-বস্তুর প্রতি অনিহা প্রকাশ করতে পারেন। আমরা এখন যা কিছুর জন্য চিন্তা করি বা চেষ্টা করি না কেন তা ঈশ্বরের রাজ্যের চূড়ান্ত পরিপূর্ণতার সাথে অতুলণীয় হবে।

- "কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে" (মথি ৬:৩৩)

একজন বিশ্বাসীর আগে উচিত "ঈশ্বরের ধার্মিকতা" অর্জনের চেষ্টা করা, যেমন, ঈশ্বরের চারিত্রিক গুণাবলী নিজের মধ্যে গড়ে তোলা। আমরা সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যের সদস্য হতে চাই, কারণ সেখানে ধার্মিকরা গৌরবান্বিত হবে। কারণ সেখানে ধার্মিক হিসাবে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যে শুধু মৃত্যু থেকে রেহাই পেতে চাই ও অনন্তকালীন জীবন যাপনের জন্য এক সহজ জীবন বেছে নিই তা নয় বরং আমরা নৈতিকভাবে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হতে পারি।

আমরা যদি "ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়কে প্রথম স্থান দিই" তবে আমাদের জীবন যাপনের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হবে। আমরা বাস্তবাদী বা ভোগবাদী চিন্তা ও যে সব বিষয় থেকে এ সব চাহিদা আসে সে সব ক্ষেত্রে আমরা বিরত থাকব। আমরা যদি শুধু অন্যের কথা চিন্তা না করে নিজের ধন-সম্পদ ক্ষমতা নিয়ে বেশি চিন্তা করি, তাহলে ঈশ্বরের পথকে অস্বীকার করছি এমনকি যদিও আমরা ঈশ্বরের সমস্ত মতবাদ বুঝেও থাকি (১ম তীমথিয় ৫:৮; ৬:১০)।

বাস্তব বিষয়টা হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্য স্বর্গে বা অন্য কোথাও নয় কিন্তু এই পৃথিবীতে উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ আমরা বর্তমানের যে সব ধন-সম্পদ ক্ষমতার অধিকারী সে সব বিষয়ে চেষ্টা করব না, কিংবা চাপ সৃষ্টিকারী কোন দলের দ্বারা প্রভাবিত হব না কিংবা এখনকার রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে ক্ষমতা গ্রহণ ও তার ব্যবহার করার জন্য লালায়িত – তেমনটি আমরা সেখানে করব না। (১ম যোহন ৩:১৩)।

এমন মহান সব প্রত্যাশা থাকার কারণে "আমরা ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত" হতে পারি (ইব্রীয় ৭:১৯)। আর এটাই আমাদেরকে ঈশ্বরের জন্য সেবা কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আবার এই একই প্রত্যাশা পাপ কাজের জন্য আমাদেরকে অনুতপ্ত করে। তাহলে খ্রীষ্ট যদি খুব তাড়াতাড়ীই ফিরে আসেন তবে আমাদের জীবন যাপন কেমন হওয়া উচিত হবে ? আমরা অন্য সকলকেও এই প্রত্যাশার কথা জানাবো (মথি ১০:৭; মার্ক ৬:১২)

যদি আমরা ভবিষ্যতে ঈশ্বরের রাজ্যে সুন্দর জীবন যাপন করতে চাই তাহলে আমাদের উচিত এখনই সে জন্য চেষ্টা করা।

- "কারণ ইহারই নিমিত্ত আমরা পরিশ্রম ও প্রাণপণ করিতেছি; কেননা যিনি সমস্ত মনুষ্যের, বিশেষতঃ বিশ্বাসীবর্গের ত্রাণকর্তা, আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছি" (১ম তীমথিয় ৪:১০)।

ঈশ্বরের রাজ্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত দৈহিক ও মানসীক সুন্দর সময় কাটাবার জন্য নয়। যীশু খ্রীষ্ট এই সময়কে শান্তির সময় বলেছেন, এটা এমন একটা সময় হবে যখন মানুষের স্বার্থপর আকাংক্ষার উপরে ঈশ্বরের আকাংক্ষা জয়লাভ

করবে। আর এই বিজয়ের প্রক্রিয়াটি এখনই শুরু হবে তাদের অন্তরের ভেতর দিয়ে বেশ নীরবে, যারা সেই ভবিষ্যত রাজ্যের জন্য আজকে খ্রীষ্টের অনুসারী।

বিশ্বাস করলে আমরা নিশ্চিত মনের সেই রাজ্যের অধিকারী হতে পারি। এর ফলে আমরা গভীরভাবে সেই দিনের আগমনের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠব। আমরা যদি এ বিষয়ে নিশ্চিত না হই যে, ঈশ্বর আমাদেরকে সেই রাজ্যের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করবেন এবং তা যদি বিশ্বাসে গ্রহণ না করি তবে আমরা কখনই প্রভু যীশুর ফিরে আসা সম্পর্কে স্বতস্ফুর্তভাবে কাজ করতে পারব না। যারা এই প্রত্যাশাকে ধারণ করেন তাদেরকে প্রেরিত পৌল উৎসাহ দিয়ে বলেছেন,

- "আমাদের জীবনস্বরূপ খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন তোমরাও তাঁহার সহিত সপ্রতাপে প্রকাশিত হইবে। অতএব তোমরা পৃথিবীস্থ আপন আপন অঙ্গ সকল মৃত্যুসাৎ কর, যথা বেশ্যাগমন..." (কলসীয় ৩:৪ ,৫)।

ঈশ্বর আমাদের জন্য পরিত্রাণ আহ্বান করেছেন তাঁরই অনুগ্রহে। আর এ জন্যই আমরা খ্রীষ্টের ফিরে আসা সম্পর্কে কোন হতাশা নয়, বরং প্রচন্ড আগ্রহে সেই পথের দিকে চেয়ে তাঁর জন্য কাজ করে যাবো এবং এ কারণে আমাদের জীবন পরিবর্তিত হবে।

- "কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমুদয় মনুষ্যের জন্য পরিত্রাণ আনয়ন করে, তাহা আমাদিগকে শাসন করিতেছে, যেন আমরা ...এবং পরমধন্য আশাসিদ্ধির জন্য, এবং মহান ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের প্রকাশ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করি" (তীত ২:১১-১৩)

ব্যক্তিগত স্বাক্ষ্য

০১. আমি একজন নার্স, তখন আমি যুবতী আমার মা মারা গেলেন, এরপর থেকে আমার বোন বহু বছর ধরে ক্যান্সারে কষ্ট পাচ্ছে এ সব কারণে মৃত্যু সম্পর্কে আমার বরাবরই বেশ ভয় ছিল। এ জন্য সব সময় ভাবতাম আমার পরিত্রাণ পাওয়া প্রয়োজন। আমি বেশ কয়েকটা শেষকৃত্য বা মরদেহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। কিন্তু সব সময় মনে হয়েছে, সেখানে যে সব কথা বলা হচ্ছে সেগুলি শুন্য বা অসার। সব সময়ই বলা হত স্বর্গে গেলে সুখ পাওয়া যাবে। তবে এ বিষয়টা বুঝতাম যে, সব ধর্মীয় সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যেই মৃত্যুর পরে সুখ-শান্তি পাবার কথা বলা হয়েছে। আমি আসলে কোন ধর্ম পালন করতে চাইনি, বরং আসল কোন সত্য জানতে চেয়েছিলাম, যা আমার সমাজ-সংস্কৃতির সাথে সুন্দরভাবে খাপ খাবে। আমি দেখেছি মুসলীমদের মৃত্যুর পরে কি হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট একটি ব্যাখ্যা আছে। ক্যাথলিকদেরও আছে, এমনকি নিরীশ্বরবাদী যারা, তাদেরও বিশ্বাস এমন যে মৃত্যুর পর আবার জন্ম হবে, আবার নতুন জীবন লাভ হবে ইত্যাদি। কিন্তু আমি জানতে চেয়েছিলাম আসল সত্য। যখন আমি জানতে পারলাম বাইবেলই আসল সত্য, তখন আমি বাস্তব অর্থেই গভীরভাবে জানতে চেষ্টা করলাম মৃত্যুর পরবর্তী ভবিষ্যত সম্পর্কে এখানে কি বলা হয়েছে। এই পৃথিবীর উপরেই ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত গোটা ধারণাটাই আমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হল। আমি ক্রমশ যতবেশি এ সম্পর্কে জানতে পারলাম ততবেশি এ বিষয়ে আমি একমত হতে থাকলাম। তবে এ বিষয়টি আমার গ্রহণ করতে যথেষ্ট কঠিন হল যে, সেই রাজ্যে সকলেই প্রবেশ করতে পারবে না। এখানে প্রবেশাধিকারের জন্য কতকগুলি শর্ত দেওয়া হয়েছে যে, যারা অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞা অনুসারে যারা বিশ্বাসে তার বংশধর হবে কেবলমাত্র তারাই সেই রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। কারণ অব্রাহামের কাছেই সেই রাজ্যের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। এবং 'অব্রাহামের সন্তান' হবার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই জলে বাপ্তিস্ম নিতে হবে। এই গোটা বিষয়টিকে আমি "ইস্রায়েলের প্রত্যাশা" হিসাবে পেলাম। কিন্তু বিষয়টি আমার জন্য বেশ কঠিন ছিল, কারণ আমি চাই, এখনও চাই যেন সকলেই সেই রাজ্যের অধিকারী হয়। কিন্তু একসময় দেখলাম আমার এই চাওয়া সঠিক নয়। বরং আমার উচিত যত তাড়াতাড়ী সম্ভব বাপ্তিস্ম নিয়ে সেই আহব্বানের অংশীদার হওয়া। ঈশ্বর যেন সব সময় আমাকে এ জন্য ডাকছেন। এ জন্য এক সময় আমি বাপ্তিস্ম নিলাম এবং তারপর থেকে আমি যখনই সুযোগ পাই সেই প্রত্যাশার কথাটি অন্যদের সাথে আলোচনা করি।

০২.আমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেছি, এই পৃথিবীর ভবিষ্যত নিয়ে আমি সব সময় খুব চিন্তা করতাম। এই সুন্দর পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের যা যা করা উচিত আমি সব সময় সেগুলি করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এক সময় আমি বুঝলাম যে, মানুষের স্বার্থপর স্বভাব এত ব্যাপক-ভয়ংকর যে, আমরা আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে খুব বেশি কিছু করতে পারি না।

এরপর মৃত্যুর বাস্তবতার চিন্তা আমার উপর গভীর প্রভাব ফেলল। আমি সব সময় ভাবতাম বাইবেল বেশ বিমূর্ত একটা বিষয়। আমি চিন্তা করলাম যে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আত্মা এ সময়ে মেঘের উপরে ভেসে বেড়ায় অথবা আত্মা হিসাবে অন্য কোথাও অবস্থান করে। আমার মনেপড়ে ছোটবেলায় আমরা রোববার এ সব বিষয়ে এধরনের গান গাইতাম। আর ঐ সব ধারণাগুলোই আমার মনে সব সময় আসত।

আমার স্ত্রী তার বেশ কয়েকজন বন্ধুবান্ধবীর সাথে মিশতো যারা একসাথে বাইবেল পড়াশুনা করত। এটা আমার বেশ ভালো লাগত। আমার স্ত্রীর আচরণও তাদের মত ছিল, তারা আসলে স্বাভাবে-আচরনে খুব ভালো ছিল। সে বহুবার আমাকে আসন্ন ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে বলত, কিন্তু সে সব আমার কাছে সব সময় অর্থহীন মনে হয়েছে। একদিন আমাদের বেডরুমে রাখা একটি বই দেখলাম, নাম-"বাইবেল বেসিকস্" বইটা হাতে নিয়ে পড়লাম। বইটার মধ্যে এমন একটা ছবি আছে যে, তার দু'হাত দিয়ে একটা হিংস্র সিংহকে ধরে আছে, ঠিক যেন একজন চিড়িয়াখানার সিংহ রক্ষক তার সিংহটিকে ধরে আছে। এই ছবিটির পর পরই বর্ণনা করা আছে পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের রাজ্য কেমন হবে। আমি সমস্ত অংশটা পড়ে ফেললাম। বর্ণনার মাঝে মাঝে বাইবেলের পদগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে, ফলে লেখকের কথার প্রমাণ নেবার জন্য আমার তখনই বাইবেল দেখার দরকার হয়নি। বইটি পড়ার পর আমি বুঝতে পারলাম বাইবেল কত বাস্তব ও শক্ত ভিত্তির উপর লিখিত। আশ্চর্য্য হলাম জেনে যে সুন্দর ঈশ্বরের রাজ্যটি আমরা এখন যে পৃথিবীতে বসবাস করছি সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর এক সময় আমার স্ত্রী বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ল ও মারা গেল এবং আমি বেশ কিছুদিন খুব কঠিন দিন কাটিয়েছি। তার বন্ধুরা আমাকে নিশ্চিত করে জানালো আমার স্ত্রী সেই রাজ্যের অধিকারী হবে এবং যখন যীশু ফিরে আসবেন সেও সবার সাথে পুনঃজীবিত হয়ে উঠবে। আমার স্ত্রীর কারণে আমিও বাস্তবে চিন্তা করতে থাকলাম, আমার কি হবে মৃত্যুর পরে। বাইবেল বেসিকস্ বইটি সম্পূর্ণ পড়ে ফেললাম। ঠিক যেমনটি আমার স্ত্রী পড়তেন। এরপর আমি বাপ্তিস্ম নিলাম। এবং এখন আমার বড় ইচ্ছা, আমাদের বাচ্চারাও সঠিকভাবে বেড়ে উঠবে ও বাপ্তিস্ম নিয়ে একদিন সেই রাজ্যের অধিকারী হবে।

প্রশ্নাবলী ঈশ্বরের রাজ্য

১। প্রকৃত খ্রীষ্টিয় প্রত্যাশার মূল বিষয়টি কি ?

২। খ্রীষ্ট আবার এ জগতে ফিরে আসার পর কি হবে ?

৩। ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে কোন কথাটির পারস্পরিক মিল রয়েছে ?

৪। ঈশ্বরের ইচ্ছা এখন স্বর্গে কাদের দ্বারা পূর্ণ হয় ?

৫। কি কারণে ঈশ্বরের রাজ্য সমন্ধে সঠিক ধারণা থাকা আবশ্যক ?

৬। বাবিলের কোন্ রাজা জগতের ভবিষ্যত সমন্ধে জানতে চেয়েছিলো ?

৭। বাবিলের রাজা নবুখদ্‌নিৎসরের সামনে যে দর্শন দেখানো হয়েছিলো তার ব্যাখ্যা কে দান করেন ?

৮। দানিয়েল তার দর্শনে ছোট একটা পাথর ক্রমশ বড় হতে হতে এক সময় সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করলো - এই ছোট পাথর দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে ?

৯। খ্রীষ্ট ফিরে আসবার পর প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক কি ?

১০। দানিয়েল ২:৪৪ পদ অনুযায়ী সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন তার অবস্থা কেমন হবে ?

১১। লূক ১:৩২-৩৩ পদ অনুযায়ী কে মহান হইবেন এবং কার রাজ্যের শেষ হইবে না ?

১২। ভবিষ্যত ঈশ্বরের রাজ্যের রাজধানী কোথায় হবে ?

১৩। সমগ্র পৃথিবীর লোকদের উপসনার কেন্দ্রস্থল কোথায় ?

১৪। কোথা হইতে ব্যবস্থা ও কোথা হইতে সদাপ্রভুর বাক্য নির্গত হইবে ?

১৫। একটি মাত্র আইন ব্যবস্থা সার্বজনীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে - যেটি "একক আইন, ও সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা গঠিত" হবে - এর ঘোষণা কারী কে এবং কোথা থেকে এর ঘোষণা হবে ?

১৬। যিশাইয় ২:৪ পদ অনুযায়ী খড়্গ ভাঙ্গিয়া ও বর্শা ভাঙ্গিয়া কি তৈরী করা হবে ? এবং সেই সময় জাতির বিরুদ্ধে জাতির কি যুদ্ধ শেখার প্রয়োজন হবে ?

১৭। যিশাইয় ৬৫:২১-২৩ পদ অনুযায়ী কাহার মনোনীত লোকেরা কখন দীর্ঘকাল আপন আপন হস্তের শ্রমফল ভোগ করিবে ?

১৮। যিশাইয় ৬৫:২৫ পদ ও ১১:৬-৮ পদে উলেখিত ঘটনা আমরা পূর্বে কোথায় দেখতে পাই বাইবেলে এবং কোথায় পরবতীতে দেখতে পাবো বলে আশা রাখি ?

১৯। ঈশ্বরের রাজ্যের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কি ?

২০। ঈশ্বরের গৌরব মহিমা প্রকাশ করার অর্থ কি ?

২১। ঈশ্বরের এই রাজ্যের রাজত্বকাল কেমন হবে ?

২২। বিচারের ফলে দুষ্ট লোকদের কি হবে ? ধর্মিকদের কি হবে ?

২৩। মথি ৬:৩৩ পদ অনুযায়ী "ঐ সকল দ্রব্যও... দেওয়া যাইবে" - কোন্ কোন্ বিষয়ে চেষ্টা করলে ?

২৪। যদি আমরা ভবিষ্যতে ঈশ্বরের রাজ্যে সুন্দর জীবন যাপন করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে ?

২৫। যদি আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত না হইয়ে, ঈশ্বর আমাদেরকে সেই রাজ্যের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করবেন এবং তা যদি বিশ্বাসে গ্রহণ না করি তবে কি আমরা কখনও প্রভু যীশুর ফিরে আসা সম্পর্কে স্বতস্ফুর্তভাবে কাজ করতে পারব ?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত

পি ও বক্স নং ১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ, ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

The Kingdom of God

Bible Basics Leaflet 5

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

P.O. Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

Copyright Bible Text: BBS OV Re-Edit (with permission)

This booket is translated and published with the kind permission of Bible Basics, PO Box 3034, South Croydon, Surrey, CR2 0ZA England.